

চাবিতে মানববন্ধন নর্থ সাউথ শিক্ষক সিজারকে ফেরত দেয়ার দাবি

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সাবেক ছাত্র এবং নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষক মোবাম্মার হাসান সিজারকে ফেরত দেয়ার দাবিতে মানববন্ধন করা হয়েছে। রোববার সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাডেজ বাংলায় পাদদেশে এই মানববন্ধন করেন তার শিক্ষক স্বজন ও সহপাঠীরা। মানববন্ধন থেকে সিজারকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে জনসম্মুখে হাজির করার দাবি জানানো হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক গীতি আরা নাসরীনের সভাপতিত্বে মানববন্ধনে বক্তব্য দেন বিভাগটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক মফিজুর রহমান, অধ্যাপক রোবায়ত ফেরদৌস, সহযোগী অধ্যাপক শবনম আজীম, সিজারের ছোট বোন তামারা, চ্যানেল আই অনলাইনের সম্পাদক জাহিদ নেওয়াজ খান, চ্যানেল আইয়ের বার্তা সম্পাদক মীর মাসরুর জামান ও সাংবাদিক মাহমুদ মেনন প্রমুখ।

অধ্যাপক মফিজুর রহমান বলেন, যদি সে (সিজার) কোনো অন্যায় করে থাকে তাকে প্রকাশ্যে এনে বিচার করুন। কিন্তু তার গুম হয়ে যাওয়াটা কোনোভাবেই কাম্য নয়। যদি সে অপহরণের স্বীকার, আত্মগোপন অথবা গুম হয়ে থাকে তাহলেও সরকারের দায়িত্ব তার সন্ধান দেয়া। অধ্যাপক রোবায়ত ফেরদৌস বলেন, জীবন, জীবিকা ও নিরাপত্তার জন্যই মানুষ রাষ্ট্র তৈরি করে। এদেশে যুদ্ধাপরাধী ও মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার হয়েছে। কিন্তু সিজার কী এমন অপরাধ করেছে যে তার বিচার না করে গুম করা হল। তিনি বলেন, আমরা গণতন্ত্রের কথা বলি। গণতন্ত্রের সৌন্দর্য হল ভিন্নমত। একজনের গবেষণা পছন্দ নাও হতে পারে এজন্য কি তাকে গুম করতে হবে? এ সময় তিনি গুম হয়ে যাওয়ার পর যারা ফিরে এসেছেন তাদের প্রতি নীরবতা ভাঙার আহ্বান জানান। সহযোগী অধ্যাপক শবনম আজীম বলেন, আমরা গণমাধ্যমে পড়ি, পড়াই ও কাজ করি। কিন্তু যখন গণমাধ্যমে উদ্ভট তথ্য দিয়ে জনমনে বিভ্রান্তি ছড়ায় তখন খুব কষ্ট হয়। যে কোনো মূল্যে সিজারকে জীবিত ফেরত দেয়ার দাবি জানান তারা।

সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক গীতি আরা নাসরীন বলেন, প্রত্যেকটা গুমের ঘটনায় সাধারণীকরণ করা হয়। কিন্তু এটা কখনও কাম্য নয়। সিজার বিদেশে যেখানে পড়ালেখা করেছে সেখান থেকে সরকারের প্রতি তাকে ফেরত দেয়ার দাবি জানানো হয়েছে। এর থেকে লজ্জার আর কি হতে পারে? প্রসঙ্গত, ৭ নভেম্বর বিকালে কর্মস্থল নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বনশ্রীর বাসার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার পর থেকে নিখোঁজ রয়েছেন মোবাম্মার হাসান সিজার।